প্রিমিটিভ ও প্রগ্রেসিভ

শক্তিবাদ প্রবর্তক
স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

আনন্দমার্গ ধর্ম সম্প্রদায় নরকঙ্কাল ও নরমুণ্ডকঙ্কাল হস্তে ধারণ করিয়া সমবেতভাবে গুরু, দেবতা ও ধর্মকে শ্রদ্ধা দেখায়। ইহারা এভাবে শ্রদ্ধা জানায় বলিয়া বামপন্থী সরকারের অসহিষ্ণুতার কারণ কি? আমরা বুঝিতে পারি না। ইহারা নাকি প্রিমিটিভ। নৃকঙ্কালকে অবহেলা করিয়া তান্ত্রিক, বৈদিক, যৌগিক ও পৌরাণিক ধর্মের শ্রদ্ধা পূজা চলে কি? শবদেহ ও নরকঙ্কালকে অনুশীলন না করিয়া পৃথিবীর চিকিৎসা বিদ্যা ও যোগধর্মের অনুশীলন চলা সম্ভব কি? হিন্দুদের উপরে বিগত ৬।৭ শত বৎসর ধরিয়া মক্কাবাদী-অত্যাচার, আক্রমণ ও নির্য্যাতন চলিয়াছে। বিগত ৩০।৪০ বৎসর ধরিয়া মূর্খ হিন্দুনেতাদের মধ্যেও এই হিন্দু নির্য্যাতনের ধারা নামিয়া আসিয়াছে। তোমাদের জানা প্রয়োজন যে হিন্দুরা এখন জাগ্রত হইয়াছে। হিন্দুধর্মের শত্রু ও মূর্খ নেতাদের জন্য ছেঁড়া জুতা, ঢিল ও ব্যাপক নিন্দা ও অপমান নামিয়া আসিতেছে। তোমরা সাবধান না হইলে ইহার গতিরোধ করা সহজ হইবে না।

ভারত ভাগ করিয়া মক্কাবাদী মুসলমানগণকে ধানের দেশ, গমের দেশ, মৎস্যের দেশ, দুধের দেশ দান করিবার পরও তাহাদিগকে ভারতের বুকে চার বিবি ও ৭২ বিবি, ভাল ভাল সরকারী চাকুরী দান করিয়া পোষার মানে কি? বিভক্ত ভারতে লোকবিনিময়ের কথা বলিলেই মূর্খ নেতাগণের গায়ে আগুন জ্বলে কেন? সায়ংকালে মহাশক্তিকে যেভাবে হিন্দুরা ধ্যান করেন, তাহাতে স্পষ্ট নাগপাশ, ত্রিশূল, নৃকঙ্কাল, নৃমুণ্ডকঙ্কাল ধারণের কথা মন্ত্রে স্থান পাইয়াছে -

যথা - ‘‘ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাং
বিভ্রতিং করপদ্মৈশ্চ বৃদ্ধাং গলিতযৌবনাং
সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থাং ধ্যায়েন্ দেবীং সমভ্যাসেৎ’’
দ্রষ্টব্য সন্ধ্যাবিধি।

ইহাকে মূর্খ নেতারা প্রিমিটিভ বলিলেই হিন্দুরা নিজের ধর্ম ছাড়িয়া দিবে কি? সর্প, ত্রিশূল ও নৃকরোটিকা ধারণ কি পাপকার্য্য? একটা বিষধর সর্প যদি কোন মূর্খ নেতার বাড়িতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তবে ভদ্রলোকের স্ত্রীকন্যা ও পুত্রগণের মধ্যে হাহাকার দেখা দিবে না কি? মধ্যরাত্রের উপাসনাকালে মহাশক্তির গলদেশে মহানাগকে উপবীতরূপে ধারণের কথা আছে। তোমরা প্রিমিটিভ বলিবার ভয়ে উচ্চস্তরের যোগী ও সাধকগণ বা তাঁহাদের শিষ্যগণ সর্পকে বশীভূত করিবার নীতি ত্যাগ করিবেন কি? আমরা বলি অলৌকিক শক্তি ধারক হিন্দুগণকে বৃথা আক্রমণ করিয়া তোমাদের কোনই লাভ হইবে না। তোমরা বিজাতিবাদী মুসলমানগণের পদে তৈল মর্দন ভালভাবেই কর এবং কোটী কোটী টাকা উপার্জ্জন কর, ইহার তোমাদের পক্ষে ভাল ব্যবসা। তোমরা হিন্দু মহাপুরুষদের লইয়া টানাটানি কর কেন? তোমাদের মত মূর্খের কথায় তাঁহারা কি নিজেদের ধর্ম ছাড়িয়া দিবেন?

দুর্গাপূজায় নব পত্রিকার পূজা হয়। তোমরা ইহাকে প্রিমিটিভ বল। নবপত্রিকা মূর্তিটি নয়টি বৃক্ষের অংশে নির্মিত হয়। (১) কদলীবৃক্ষ (কলাগাছ) (২) ধান্য, (৩) হলুদ,

(৪) বিল্ব (৫) অশোক (৬) দাড়িমী (ডালিম) (৭) কচু (৮) জয়ন্তী (৯) মানবৃক্ষ। দুর্গাপূজার মধ্যে ইহাদের মন্ত্রগুলি দেখিয়াছ কি? সে মন্ত্রগুলির কোন জায়গাটি প্রিমিটিভ তাহা কি তোমরা বলিতে পার? ইহাদের একটিকে বাদ দিলেও মানবের সমাজ চলে কি? ইহাদের প্রয়োজনীয়তা অনুশীলন বা পূজা। (পূজা অর্থে পূর্ণ করা। শরীর এবং মনস্তত্ত্বে কোন বস্তুর অভাবকে পূর্ণ করার নাম পূজা। অভাবের তাড়নাতেই মন চঞ্চল হয়; এবং মনস্থৈর্য্য পূজাবিধির একটা প্রধানতম অংশ।)

হিন্দুরা শিব লিঙ্গের পূজা করে ও নেংটা কালীর পূজা করে (চার বৎসরের কুমারীকে কালী বলা হইয়াছে)। তাই বলিয়া কি হিন্দুরা প্রিমিটিভ্? তোমরা কি জানো শিবমূর্ত্তির কি অর্থ? মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড ও সমস্ত শরীর মধ্যস্থিত নার্ভাস সিস্টেমই শিব। বেদে রুদ্রী অধ্যায় পাঠ করিয়াছ কি? (শিবস্তুতি) প্রায় অনেক শাস্ত্রে শিবমূর্ত্তির কথা আছে।

"ওঁ স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময় মরুৎ কুণ্ডলে সূক্ষ্মমার্গে
শান্তে স্বান্ত প্রলীনে প্রকটিত বিভবে জ্যোতিরূপে পরাক্ষে
লিঙ্গং তদ্ ব্রহ্ম বাচ্যং সকলতনুগতং শঙ্করং ন স্মরামি"

(See Shankar Vijoy)

"I am concentrating on the Shankar that is named Shiva Lingam and Eternal Brahma situated in the centre of the brain of all beings. This is in the spinal canal, and is the life energy of all beings. This Shankar is the Eternal Wisdom and is the foundation of wealth. It is full of [the] sound of "OM"

"যাম্যে সদঙ্গে নগরে অতিরম্যে, বিভূতিমঙ্গম্ বিবিধশ্চ ভোগৈঃ,
যদ্ভক্তি মুক্তিপ্রদ মিশমেকং শ্রীনাগনাথং শরণ্যং প্রপদ্যে"

কালীমূর্ত্তির ৪টি স্তর। প্রথম স্তরে তিনি সৃষ্টিকারিণী মহামায়া মা। যে কোন জীবের মায়েরা প্রসবকালে উলঙ্গ থাকে। ইহাই মাতৃতত্ত্বের বা মাতৃউপাসনার প্রথম স্তর।

- (বিপরীতরতাতুরা - দ্রঃ কালীর ধ্যান)

দ্বিতীয় স্তরে তিনি সন্তানের স্তন্যদানকারিণী মা। (পীনোন্নতপয়োধরাং - দ্রঃ কালীর ধ্যান) এবং সন্তানরক্ষার জন্য তিনি অসুরদলন কারিণী। (সদ্যোচ্ছিন্ন শিরঃ খড়্গ ...) যে কোন জীব শিশু সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে কিরূপে হিংস্র হয় তাহা দেখিয়াছ কি? কালীমার মধ্য অংশেই স্থিতির নিয়ম প্রস্ফুটিত আছে। তোমরা প্রিমিটিভ বলিলেই কি হিন্দুরা মাতৃরূপের এই মহান আদর্শকে ভুলিয়া যাইবে। অসুরদলনে ও রক্তপাতদর্শনে যাহাতে সন্তানের ভয় না হয় তাহার জন্য (বরদঞ্চৈব) ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানকে যথাযথ দর্শন করিবার বা অনুভব করিবার শক্তি মা সন্তানকে দান করেন, এই জন্য তিনি 'ত্রিনয়নাং'। আজ এক কথা, পরশু এক কথা বলিয়া যে সব নেতারা জনগণকে ক্ষেপায় ও তাহাদের ভোটে ধনশালী হয়, ইহারা নেতার যোগ্য নয়, জুতার যোগ্য। এরূপ সর্বনাশকারী নেতাদের মূর্ত্তি আমরা কংগ্রেস আমলে ও স্বরাজের আমলে অনেক দেখিয়াছি। আমরা শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া সকল হিন্দুকে শক্তিতত্ত্ব বুঝিতে বলি। বিগত ১ বৎসরে কলিকাতা শহরে যে সব কালী ও শিব মন্দির ও মূর্ত্তি

ধ্বংস হইয়াছে, উহার সংখ্যা ভারতের বুকে ৫০০ বৎসর যবনের শাসন হইতেও গণনায় অধিক হইবে। তোমরা জানিয়া রাখিও এইসব দেবতাদের অলৌকিক শক্তি হিন্দু সমাজে জাগ্রত হইবে এবং তোমাদের উচ্ছেদের কারণ হইবে।

গণবাদ - বর্বর মুসলমান সমাজ এবং নিম্নস্তরের ৪৷৷০ কলার বিকাশ সম্পন্ন নিম্ন স্তরের হিন্দুগণকে চোর, চোট্টা, গুণ্ডা বদমাইস প্রস্তুত করা এবং ভারতভাগকারী বিজাতিবাদী মুসলমান এবং গুণ্ডাশ্রেণীর ভোট লইয়া গদিতে বসা ও নিজেদের জন্য ধন লুণ্ঠন চালানো ইহা তোমাদের গণবাদ, ইহার প্রতিবাদ করিলেই সে প্রিমিটিভ হইয়া যায়! বেদ, তন্ত্র, যোগশাস্ত্র, রামায়ণ ও মহাভারতে গণবাদের কথা প্রচুর আছে। তোমরা শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী পাঠ কর সব জানিতে পারিবে।

১ কলা উদ্ভিদের গণ (বৃক্ষাদি), ২ কলায় স্বেদজ (কৃমি কীট), ৩ কলা অণ্ডজ (পক্ষীআদি), ৪ জরায়ুজ (পশুআদি), ৪৷৷০ কলায় নিম্নশ্রেণীর মানুষ, ৫ কলা গণেশ (বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনীয়ার, বিচারক), ৬ কলা সূর্য্য (শিক্ষক, কলাবিদ, চিকিৎসক), ৭ কলা বিষ্ণু (শাসক (administrator), ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ, ইত্যাদি), ৮ কলায় শিব (ঋষি, যোগী, ব্রহ্মজ্ঞানী ও আত্মজ্ঞানী), ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, অবতারের গণ, ১৫, ১৬ পূর্ণকলা, আদিগুরু মহাদেব শঙ্কর ও শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ কলা বলা হয়।

কলার বিকাশ সম্বন্ধে ১৬ কলার বিকাশকে কাষ্ঠা বা পরাগতি বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বেদ বলিয়াছেন,

"ইন্দ্রিয়েভ্যো পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতো অব্যক্তমুত্তমম্"

"অব্যক্তাতু পরং পুরুষো" ইত্যাদি।

"সা কাষ্ঠাঃ সা পরাগতি" ... ইত্যাদি.... দ্রঃ কঠোপনিষদ।

"কলাকাষ্ঠাদি রূপেণ পরিণাম প্রদায়িনী" দ্রঃ চণ্ডী - অর্থাৎ কলা হইতে কাষ্ঠা পর্য্যন্ত ক্রমবিকাশে জীবকে মহাশক্তি কাষ্ঠা বা পূর্ণত্বে পরিণত করেন।

ভারতবর্ষের এখন যে গণবাদ চলিয়াছে উহার অর্থ হইল, কোটী কোটী মুসলমান এবং গুণ্ডাশ্রেণীর কায় কর্মীদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া মূর্খের শাসন কায়েম রাখিবার গণবাদ। এরূপ শাসনে ৫, ৬, ৭ ও ৮ কলার কোনই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ১ লক্ষ লোকের জনতায় ৯৯৯৯৯ জন মনুষ্যই সাড়ে চার কলার বিকাশের স্তরের মানুষ। এসব হিন্দুগণকে উচ্ছৃঙ্খল প্রস্তুত কর এবং মুসলমান জনতা ও নেতা ও নিম্নস্তরের হিন্দু গণকে ক্ষেপাইয়া, ভোট সংগ্রহ করিয়া মন্ত্রীসভায় কর্তৃত্ব কর। ভারতে এখন এরূপ গণবাদই শাসন বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কাজেই ভারতের সর্বনাশ কে রুদ্ধ করিতে পারে? ইহা স্পষ্টতঃ গুণ্ডা এবং আসুরিক শাসন। মস্তিষ্কস্থিত বুদ্ধি, শিক্ষা এবং উচ্চ শাসন নীতি জ্ঞান ভারতের শাসন হইতে দিন দিন লুপ্তপ্রায় হইয়া চলিয়াছে। আমেরিকার কানাডার শাসনে ৫, ৬, ৭ কলার অপলাপ হয় নাই। সুইজারল্যাণ্ডের ইলেক্সনে, Functional Representation গ্রহণের নীতি প্রতিষ্ঠিত আছে। ভারতের শাসনে উচ্চবুদ্ধিশক্তি, উচ্চ শিক্ষাশক্তি এবং দেবাসুর বিজ্ঞান নীতি বিলুপ্ত হইয়াছে। আমরা সকলকে ভারতীয় গণবাদ বুঝিতে বলি। নিম্নস্তরের ৪৷৷০ কলার বিকাশ (নিম্নস্তরের

শিব), ৫ কলার বিকাশ, গণেশ, ৬ কলার সূর্য্য, সাত কলার বিষ্ণু (দৈবী, আসুরিক ও অপুষ্ট বিষ্ণু), অষ্টমকলার ঋষি, যোগী ও ব্রহ্মচারী (উচ্চস্তরের শিব), সর্ব্বোপরি শক্তিস্তর (মিলিটারি ডিপার্টমেণ্ট) ইহাই পঞ্চায়েত। তোমরা ভারতে পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থা চালাইতেছ, উহার সহিত শাস্ত্র বিহিত পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থার কোন মিল আছে কি? ভারতীয় শাসন বিধানে পঞ্চায়েৎ শাসনের প্রশংসা বেদ এবং সর্ব্বশাস্ত্রে উচ্চপ্রশংসিত। তোমার দলের ৫টি শয়তান ব্যক্তিকে গদিতে বসাইলেই উহা পঞ্চায়েৎ হইল না। তোমাদের মূর্খতাপূর্ণ পঞ্চায়েতকে যাঁহারা পঞ্চায়েৎ মানেন না, সেই সব শাস্ত্রজ্ঞ হিন্দুরা কি প্রিমিটিভ? এখন এ পর্য্যন্তই থাকুক, প্রয়োজন হইলে আবার বলিব।

যাহারা বিজাতী ও দেশভাগ করিয়াছে তাহাদিগকে পাকিস্তানে পাঠাইয়া দাও। শক্তিবাদী গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া গণবাদ বোঝ - এবং ভারতবর্ষে গণবাদ প্রতিষ্ঠিত কর। ইহাতেই অন্নসমস্যা কর্ম্মসমস্যা এবং সমাজ রাষ্ট্র ও পঞ্চায়েৎ সমস্যা দূরীভূত হইবে এবং ভারত রক্ষা পাইবে। ইহা ভিন্ন ভারতের ধ্বংস কেহ রুদ্ধ করিতে পারিবে না।

প্রগ্রেসিভদের প্রথম ও প্রধান নেতা হইতেছেন মক্কাবাদী মহম্মদ সাহেব। নির্য্যাতন, লুণ্ঠন, নারীহরণ এবং দেব মন্দির ভাঙা ইহাদের প্রধান প্রগতিবাদ। কার্লমার্কস, মহাপণ্ডিত ইক্‌বাল, প্রগ্রেসিভদের প্রধান গুরু। ইঁহারা সাড়ে সাত কলার অসুরবাদকে প্রধান মনুষ্যত্ব মনে করেন এবং ৪৷৹ কলার মজুরবাদী মানবগণকে অপুষ্টবাদী চোর চোট্টা গুণ্ডা প্রস্তুত করিবার জন্য একটা পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইহাদের মতে সংস্কৃত একটি প্রিমিটিভ ভাষা, সংস্কৃত ভাষায় পূজা পাঠ ইঁহারা সহ্য করিতে পারেন না, ফলে মক্কার শিবমন্দিরে মহাদেবকেও সংস্কৃতভাষায় পূজা করা চলেনা। ইঁহারা লিঙ্গকাটা যবনধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মনে করেন। নারীগণকে ঈশ্বর সৃষ্ট নিকৃষ্ট জীব মনে করেন। ভারতবর্ষে এখন প্রগ্রেসিভ এবং প্রিমিটিভদের মধ্যে মন কষাকষি চলিয়াছে। ভারত ভাগ করিবার পরও মক্কাবাদীগণকে পাকিস্থানে পাঠাইবার কথা বলিলে প্রগ্রেসিভরা চটিয়া যান।

ছোট ছোট শিশুগণকে বলপূর্ব্বক লিঙ্গচ্ছেদন করিয়া দেওয়া নিশ্চয়ই নিষ্ঠুর কার্য্য। মাংসাহারীরা নিজেদের খাদ্য জীবগণকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। প্রগ্রেসিভদের মতে ইহা শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বের লক্ষণ। হিন্দুরাও কচ্ছপ ও শূকরগণকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। এরূপ হত্যা নিশ্চয়ই অন্যায়।

Progressive নেতাদের Scheduled Casteদের উপর গভীর প্রেম। কিন্তু কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের পীঠে শিব পূজার প্রথম পূজারী একজন ব্যাধ (Scheduled Caste), তাঁহারই পবিত্র স্মৃতির স্মরণে এখনও শিবরাত্রির ব্রত সব হিন্দুরাই পালন করে। এখনও সেখানে হিন্দুরা শিবপূজা করিতে গেলে ভারতসরকারের মিলিটারী তাহাদিগকে বন্দুক দেখাইয়া হত্যা করিবার ভয় দেখায়। মরিচঝাঁপির হিন্দুগণ সকলেই Scheduled Caste. তাহাদের উপরে প্রগ্রেসিভরা মনের সুখে অত্যাচার, নির্য্যাতন, হত্যা ও বর্বর লীলা চালাইয়াছে।

কিন্তু দিল্লীর পার্লামেণ্টের সভ্য ও মহামানবগণ (প্রগ্রেসিভগণ) ইহার প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করেন নাই। Scheduled Casteদের প্রধান নেতা জগজীবন রামের মুখ হইতেও কোন প্রতিবাদ ধ্বনি শোনা যায় নাই। এইসব প্রগ্রেসিভ নেতাগণই হিন্দুদের ভোট লইয়া

গদিতে বসেন আর সংখ্যালঘুদের সিদ্ধি করেন। সংখ্যাগুরুদের ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও আয় নষ্ট করা ভিন্ন তাঁহাদের আর কোনই কর্ত্তব্য নাই।

শোনা যায় কতকগুলি যবন পরিচালিত রেস্টরেণ্টে গোমাংসজুস পরিবেশনের ব্যবস্থা আছে। প্রগতিবাদী যুবকরা এই জুস পানে নাকি খুব আগ্রহান্বিত। এই সব গোমাংসের মধ্যে ভাগাড়ের মৃত গরু এবং অন্যান্য জানোয়ারের মাংসও সিদ্ধ হয়। আমরা জনসাধারণকে ইহার খবর লইতে বলি। জয়প্রকাশ নারায়ণের (৮।১০।৭৯) মৃত্যুপলক্ষ্যে T.V. Radio ও পত্রিকাতে মূর্খদের দ্বারা তাঁহার প্রশংসার ঢেউ চলিয়াছে। তিনি যখন দাঁড়াইলেন, তখনই আমি জানিতাম হিন্দুরা আবার মার খাইবার সম্মুখীন হইয়াছে এবং তিনিও মার খাইবেন। কানাডার ম্যাক্ মাস্টার Universityর বিখ্যাত Professor ডাঃ আরাপুরার প্রশ্নোত্তরে আমি বলিয়াছিলাম গান্ধীর নেতৃত্বে হিন্দুরা যে মার খাইয়াছে, জয়প্রকাশের নেতৃত্বে হিন্দুরা আরও সাংঘাতিক মার খাইবে। কারণ তিনি কলাবাদ বোঝেন নাই। কলাবাদই প্রকৃত ভারতীয় গণবাদ, কারণ ইহাতে ৪৷৷০ কলা হইতে ১৬ কলা পর্য্যন্ত মানুষের মনোবিকাশের ধারা রহিয়াছে এবং সমাজে তাহাদের কর্মসংস্থানও রহিয়াছে। জয়প্রকাশকে কলাবাদ বুঝাইবার জন্য আমরা চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। এবং অনেক বইও আমরা তাঁহাকে দিয়াছি। গান্ধীকেও আমরা শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী পাঠ করিবার জন্য পত্র দিয়াছিলাম, তিনি স্পষ্ট বলিয়াছিলেন ''আমি শক্তিবাদ পড়িব না''। জয়প্রকাশের অনেক বক্তৃতাতে তিনি যে সেই সব পড়িয়াছেন তাহার আভাসও আমরা পাইয়াছি। কিন্তু কাজের বেলায় তিনি বিজাতিবাদী মুসলমানদের পদে তৈলমর্দ্দন ভিন্ন আর কিছুই করেন নাই, জনতা পার্টির অধঃপতনের জন্য জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং দেশাই সর্বতোভাবে দায়ী। পশ্চিমের মূর্খ চিন্তায় মোহমুগ্ধ নেতাগণের কুপরামর্শে হিন্দুরা মার খাইয়াছে আরও মার খাইবে। হিন্দুদের এখনও শক্তিবাদ অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

****

ইলেক্সন্ আসিতেছে নিম্নলিখিত শ্লোগানগুলি পাঠ করিলে মঙ্গল হইবে।

SLOGANS

1. Partitioned India is only for the Hindus.
2. Exchange of population must be made.
3. Yavanas must return to Pakistan.
4. Appeasers of Yavabnas should be kicked out from power.
5. Don't cast your vote in favour of any Yavanas or Appeasers of Yavanas.

ইকবালের চিন্তা বুঝিবার জন্য ইকবালের কবিতা পাঠ করিয়া ইকবাল চরিত্র বুঝুন।

পশ্চিমবঙ্গে C.P.I. (m.) এর নবীন অবতার ''ইকবাল''

C. P. I. (m) সরকার এক ভয়ঙ্কর রকমের দুষ্কার্যের জন্য ষড়যন্ত্রমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। এরা বাংলায় ইক্‌বালকে অবতার বলিতে চায়। গান্ধীর যুগ হইতে ভারত ভাগের কাল পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতব্যাপী যে সব দুষ্কার্য্য, হিন্দু নির্য্যাতন, লুট ও নারীর সতীত্ব দলন হইয়াছে, পাকিস্তান প্রস্তুত হইবার পরও পাকিস্তানে ও পূর্ব্ববঙ্গে যে ব্যাপক হিন্দু নির্য্যাতন হইয়াছে সে সব কথা হিন্দু যুবকগণ ভুলিও না। সুরাবর্দ্দী কলিকাতায় একদিনে সহস্র সহস্র যুবতীকে কন্যা-হোষ্টেলগুলি হইতে লুটিয়া বাহির করিয়া লইয়াছিল। সেসব যুবতীরা কোথায়? কোন হারেম খানায় আছে আজও তার খবর নাই। যেসব গহনা লুট হইয়াছিল, সেসব রক্তমাখা গহনাগুলি ভারতের গ্রামে গ্রামে স্যাকরাদের দোকানে দোকানে গলানো হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও যোগী ও ব্রাহ্মণ নেতারা হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে, সহরে ও গ্রামে গ্রামে নামিয়া এসো। যেসব দলে মুসলমান তোষণ হয় তাহাদিগকে ভোট দিও না। সকলে বরং স্বতন্ত্র ও একক হইয়া দাঁড়াও। সুরাবর্দীর যুগ আবার C. P. I. (m) মারফৎ আসিতেছে। জ্যোতি বসু যদি লোক বিনিময় করিতেন তবে অনেক সমস্যাই কাটিয়া যাইত। ইকবাল কিরূপ গুণ্ডা প্রকৃতির লোক, সেটা বুঝিবার জন্য ইক্‌বালের লেখা প্রকাশ করা হইল। ফলতঃ ভারতব্যাপী প্রত্যেকটি মুসলমানের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির ঐ একই নীতি। এখানেও একটা তাজ্জব ব্যাপার যে, নিরাকার আল্লাও কথা বলিয়া প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। তাহা হইলে তিনি নিরাকার কীরূপে। বিবি দেখিলেই কি নিরাকার আল্লা আকার ধারণ করেন? এবিষয়ে জ্যোতিবাবুর কি মন্তব্য জানিতে চাই।

কবি ইক্‌বালের মুসলিমদের প্রিয় কবিতা শিকওয়াহ্ ও জওয়াব শিকওয়াহ্[a] অনুবাদ - শহীদুল্লাহ

প্রশ্ন - পূর্ব্বে মোদের বিশ্বে ছিল দৃশ্য অতি হাস্যকর,
কেহ পূজিত গরু বানর কেহ পূজিত গাছ পাথর।
সাকার পূজায় নিত্য রত নিখিল বিশ্ব চরাচর,
কে পূজিত কে মানিত আকার-বিহীন এক ঈশ্বর?
জান তুমি ধরাতলে নিত কেউ কি তোমার নাম?
মুসলমানের বাহুর বলে করলে তোমায় সফল কাম।

(৫) কিন্তু তোমার নামের তরে ধরলে কেটা তলোয়ার।
ভাঙ্গা চোরা গড়তে নূতন করলে পরাণ উপহার?

(৬) দুনিয়ার লোভে মরত যদি কভু কোন জাতি?
বুত[b] বেচা না হয়ে কেন বুত ভাঙ্গা তার খ্যাতি?

(৯) হাতে গড়া মাটীর ঠাকুর করলে কে সব চুরমার?
বিধর্ম্মীদের সৈন্যরাশি করলে কে একদম ছারখার?
(১০) বিশ্বজয়ী তরবারি হল কাদের বিশ্বধার?
তকবীরে[c] কার নব জাগর আনলে প্রাণে এ ধরার?
কার তরে ঠাকুরগুলি অসাড় হয়ে রইত রে?
হেটমুখে হু আল্লাহ আহাদ[d] বাণী কইত রে?
(১৬) নিন্দা তো নয় ধনরত্নে পরিপূর্ণ তারি ভাণ্ডার,
সভার মাঝে বলতে পারে বাক্যদুটি, শক্তি নাই যার।
বিধর্ম্মী পায় হূর[e] ও দৌলত সংসার মাঝে সহের এবার।
আর বেচারা মুসলিম তরে শুধুই হূরের এক অঙ্গীকার।
নাই এখন অনুগ্রহ - নাই তোমার মেহেরবাণী
একি কথা! সাবেক মত নাই আর নেক-নজর খানি!
(২১) ছেড়েছি কি তোমায় মোরা ছেড়েছি কি পয়গম্বরে?
ছেড়েছি কি বুতভাঙ্গা রীত, ধরেছি কি বুত পূজারে?
(২২) দুর্লভ প্রেমটী আবার মোদের সুলভ করে প্রদান কর
হিন্দের এ মঠবাসীদের ফের তুমি মুসলমান কর।
(৩১) পাত্র যদিও আজম দেশী[f] মদ্য আমার হিজাযী[g]
গান যদিও হিন্দুস্তানী তানটী আমার হিজাযী।

আল্লার জবাব

(১২) কি কব দুঃখের কথা কেউ তোমাদের চায় না হূর
মুসা কৈ? নয়তো আজও তুর পাহাড়ে ঐ হে নুর
(২৩) তারার মত জাতির আকাশ 'পরে হলি তুইরে উদয়
হিন্দু বুতের প্রেমে পড়ি তুইরে হলি বামন মশায়।

দ্রষ্টব্য - টীকা অনাবশ্যক; বাঙালী যুবক পাঠকগণ ভাব গ্রহণ কর। সমস্ত দুর্ব্বোধ্য শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে।

a জবাব ই শিকওয়াহ = প্রশ্নের উত্তর।

b বুত = প্রতিমা।

c তকবীর = আল্লাহ শ্রেষ্ঠ।

d হু আল্লাহ আহাদ = সেই আল্লাই এক।

e হূর = স্বর্গের অপ্সরা।

f আজম দেশী = আরব ভিন্নদেশ।

g হিজায = আরব।

আল্লার শুধু অঙ্গীকারের কেরামতিতে মিঞাদের ৭২ বিবির লোভ এবং মিঞানীদের ৭২ খানা ছোকড়ার আমেজ যে খুবই সুন্দর কথা, সেটা আমরা বুঝিতে পারি। যাহার লোভে ওরা ৫০,০০০ বৎসর কব্বরে বাস করিতে রাজী এবং দিনের মধ্যে ৫ ওখ্‌ত ৬ বার করিয়া উঠ-বোস করিতে কষ্ট বোধ করে না।

কিন্তু ''আকার বিহীন'' ''এক ঈশ্বরটী'' বিবির কথা বলিবার সময় আকার ধারণ করিয়া মুখ খুলিলেন কেন? দেখা যায় বিবির কথায় আল্লার মুখেও রস টপকায়। যে সব শক্ত যুবকগণকে দলে টানিয়া জ্যোতিবাবু ভোট জোগাড় করেন ও রাজ্য করেন, তাহাদের মন হইতে কিন্তু ভারত ভাগের জ্বালা ও হিন্দুত্ব যায় নাই। আল্লার অঙ্গীকারের ধাপ্পা ও কম্যুনিজমের মহাসুখের ধাপ্পা ও ইক্‌বালের ধাপ্পার যুগ আর কতকাল চলিবে।

মক্কার ধর্ম গুরুরা কলিকাতায় আসিয়াছেন। মক্কায় ফিরিয়া যাইয়া ''কাবার শিব মন্দিরে'' ম্লেচ্ছাচার পূজা চুম্বন যে নোংরামীর কার্য্য ইহা বলুন। ভারতের মসজিদগুলিতে পঞ্চায়েত বিধানে শিব স্থাপনা ও পূজার জন্য হিন্দুগণকে আদেশ দিন। তাঁহারা তো নিশ্চয়ই জানেন যে ১৯৭৭ সালের ইদ্‌ল্‌ ফিতর উৎসবটি মহম্মদ প্রবর্তিত ম্লেচ্ছাচার ধর্ম্মের প্রলয়ের প্রথম দিন। ভারত ভাগের পর ট্রেস্‌পাস্‌ করিয়া আবার ভারতে থাকাটা নিশ্চয়ই ধর্ম্মহীন ও নীতিহীন কার্য্য। ইহার ফলে হিন্দু ভাইয়ের উপর জুলুম ও অত্যাচার হইতেছে ইহাও বলুন। যাঁহারা যাইতে বিলম্ব করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আপনারা সঙ্গে করিয়া মক্কায় অথবা সোজা ''জন্নতে'' অর্থাৎ স্বর্গে লইয়া চলুন।